সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশ

বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶ ১ সালাম সাহেব পরিবার-পরিজন নিয়ে শহরে বাস করেন। তার একমাত্র কলেজপড়ুয়া ছেলে পাড়ার বন্ধুদের সাথে মিলে ধূমপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। মাঝেমধ্যে বাবার অজান্তে তার পকেট থেকে টাকা-পয়সা নিয়ে থাকে এবং দেরি করে বাড়ি ফেরে।

[সকল বোর্ড-২০১৫]

ক. "সমাজবিজ্ঞান একমাত্র বিজ্ঞান যা সমাজ এবং সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ে অধ্যয়ন করে।"— উক্ত সংজ্ঞাটি কোন সমাজবিজ্ঞানীর? ১

খ. সমাজবিজ্ঞান একটি বিশ্লেষণধর্মী বিজ্ঞান— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের সালাম সাহেবের ছেলের আচরণ সমাজবিজ্ঞানের কোন শাখায় আলোচনা করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান কীভাবে সাহায্য করতে পারে? তোমার মতামত দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক "সমাজবিজ্ঞান একমাত্র বিজ্ঞান যা সমাজ এবং সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ে অধ্যয়ন করে।"— সংজ্ঞাটি সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার ও পেজের।

খ সমাজবিজ্ঞানে গোটা সমাজের নিখুঁত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা থাকে বলে সমাজবিজ্ঞানকে বিশ্লেষণধর্মী বিজ্ঞান বলা হয়।

আমরা জানি, সমাজবিজ্ঞান কেবল সমাজের প্রপঞ্চ বা ঘটনাবলির আলোচনাই করে না, বরং ঐ প্রপঞ্চ বা ঘটনাসমূহের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রচেষ্টাও চালায়। এক্ষেত্রে যুক্তিবাদী বিচার-বিশ্লেষণের সহায়তা নেয়া হয়। তাই সমাজবিজ্ঞানকে একটি বিশ্লেষণধর্মী বিজ্ঞান বলা হয়।

গ উদ্দীপকের সালাম সাহেবের ছেলের আচরণ সমাজবিজ্ঞানের 'অপরাধ সমাজবিজ্ঞান' শাখায় আলোচনা করা হয়।

অপরাধ, অপরাধ প্রবণতা, দারিদ্র্য, কিশোর অপরাধ, ভদ্রবেশী অপরাধ, অপরাধ সংঘটনে পরিবেশের প্রভাব, অপরাধের কারণ, অপরাধের তত্ত্ব, অপরাধের স্বরূপ, পতিতাবৃত্তি, সামাজিক স্থিতিশীলতা ভেঙে পড়া প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনার জন্য অপরাধ সমাজবিজ্ঞান নামে সমাজবিজ্ঞানে আলাদা একটি ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত সালাম সাহেব পরিবার-পরিজন নিয়ে শহরে বাস করেন। তাঁর একমাত্র কলেজপড়ুয়া ছেলে পাড়ার বন্ধুদের সাথে মিলে ধূমপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। মাঝেমধ্যে বাবার অজান্তে তাঁর পকেট থেকে টাকা-পয়সা নিয়ে থাকে এবং দেরি করে বাড়ি ফেরে। সালাম সাহেবের ছেলে যেহেতু কলেজে পড়ে, সেহেতু বয়স বিচারে আমরা তাকে কিশোর বলতে পারি। আর তার সংঘটিত কাজগুলোও কিশোর অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। তাই আমরা বলতে পারি, সালাম সাহেবের ছেলে কিশোর অপরাধী। আর কিশোর অপরাধের কারণ, প্রকৃতি ও ফলাফল নিয়ে অপরাধ সমাজবিজ্ঞান বিস্তারিত আলোচনা করে।

ঘ উদ্দীপকের সালাম সাহেবের ছেলের ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে কিশোর অপরাধকে নির্দেশ করা হয়েছে। আর এ ধরনের সমস্যা সমাধানে সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আমি মনে করি।

আমরা জানি, সমাজবিজ্ঞান সমাজের বিভিন্ন সমস্যার কারণ এবং তা সমাধানের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করে থাকে। উদ্দীপকের সালাম সাহেবের ছেলে কিশোর অপরাধের সাথে যুক্ত। এক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞান তার অপরাধের সাথে যুক্ত হওয়ার প্রকৃত কারণ উদ্‌ঘাটন করতে পারবে। এছাড়া তার অপরাধী হওয়ার পেছনে পরিবার ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাব কতটুকু সে সম্পর্কেও সঠিক তথ্য খুঁজে বের করতে পারবে। অপরাধের যথার্থ কারণ খুঁজে বের করার পর সমাজবিজ্ঞান তা সমাধানে উপযুক্ত উপায় সম্পর্কে জ্ঞানদান করে। কীভাবে সালাম সাহেবের ছেলেকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে, সে সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞান কার্যকরী উপায় সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবে। সমাজবিজ্ঞানের এ উপায়ের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে সালাম সাহেবের ছেলেকে কিশোর অপরাধ থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। এক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞান পরিবারের ভূমিকার ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করবে। অনেক সময় দেখা যায়, সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পর সঠিক পরিচর্যা ও তত্ত্বাবধানের অভাবে কিশোর অপরাধীরা পুনরায় অপরাধকর্মে জড়িয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে সালাম সাহেবের ছেলে যাতে পুনরায় অপরাধকর্মে জড়িয়ে না পড়ে সে সম্পর্কেও সমাজবিজ্ঞান করণীয় আলোচনা করে থাকে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান সালাম সাহেবের ছেলের আচরণের পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে সমাজে পুনর্বাসিত করতে পারবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶২ তানিয়া ও শিরিন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে ভর্তি হয়েছে। তানিয়ার পঠিত বিষয়ের মূল প্রতিপাদ্য হলো সমাজ ও সমাজস্থ মানুষের কার্যাবলি, আচরণ, রীতি-নীতি ইত্যাদি এবং অপরদিকে শিরিনের পঠিত বিষয়ের মূল প্রতিপাদ্য হলো উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ, সঞ্চয় ইত্যাদি। তবে তাদের উভয়ের বিষয়ই সমাজস্থ মানুষের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে। ◀ *শিখনফল- ১ ও ৮*

ক. *The Communist Manifesto* – গ্রন্থটির লেখক কে? ১

খ. সামাজিকীকরণ বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তানিয়ার পঠিত বিষয় কোনটি? আলোচনা করো। ৩

ঘ. তানিয়া ও শিরিনের বিষয় দুটির সম্পর্ক করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক *"The Communist Manifesto"*– গ্রন্থটির লেখক জার্মান দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্কস।

খ যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানবশিশু ক্রমশ সামাজিক মানুষে পরিণত হয়, তাকে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া বলে।

সামাজিকীকরণ একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। শিশুর জন্মের পর হতে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন ও খাপ খাওয়ানোর প্রক্রিয়াই হলো সামাজিকীকরণ। সামাজিকীকরণ ব্যক্তিকে তার সামাজিক জগতে অনুপ্রবেশ করায়, তাকে সমাজের নানা ধরনের কাজকর্মে অংশগ্রহণকারী সদস্য হিসেবে গড়ে তোলে এবং সমাজের আদর্শ ও মূল্যবোধ গ্রহণে তাকে উদ্বুদ্ধ করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত তানিয়ার পঠিত বিষয় হচ্ছে সমাজবিজ্ঞান। সমাজবিজ্ঞানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে সমাজ, সমাজকাঠামো এবং মানব সম্পর্ক বা সমাজবদ্ধ মানুষের গোটা সমাজজীবন। সমাজবদ্ধ মানুষের আচার-আচরণ এবং মানুষের এই সামাজিক আচরণকে নিয়ে গবেষণা ও বিশ্লেষণ করে সমাজবিজ্ঞান। সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে জ্ঞানের সেই শাখা যেটি সামাজিক মানুষের আচার-আচরণ, আদর্শ-মূল্যবোধ এবং এর গতি-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে।

উদ্দীপকে লক্ষণীয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তানিয়ার পঠিতব্য বিষয়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে সমাজ ও সমাজস্থ মানুষের কার্যাবলি, আচরণ, রীতিনীতি ইত্যাদি। উপরের আলোচনায়ও দেখা যায় সমাজবিজ্ঞানের মূল আলোচিত বিষয় হচ্ছে সমাজ ও সমাজস্থ মানুষের আচরণ ও কার্যাবলি। তাই বলা যায় তানিয়ার পঠিত বিষয়ের সাথে সমাজবিজ্ঞানের মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে তানিয়া ও শিরিনের পঠিতব্য বিষয় দুটি হচ্ছে সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতি। সামাজিক বিজ্ঞানের এ দুটি শাখার মধ্যে সম্পর্ক লক্ষ করা যায়।

সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতি উভয়ই সামাজিক বিজ্ঞানের অংশ। ভূমি, রাজস্ব, ভূমি নীতি, কর নীতি ইত্যাদি বিষয় অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান, উভয়েরই আলোচ্য বিষয়। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে মানুষের আচার-আচরণ, বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যেমন পরিসংখ্যানমূলক ও গাণিতিক পদ্ধতি ব্যাপকভাবে অনুসরণ করা হয়, তেমনি অর্থনীতিতেও পরিসংখ্যান ও গাণিতিক পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়। খাদ্য সমস্যা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, বাণিজ্য সমস্যা ইত্যাদি সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। উভয় বিজ্ঞানই এসব সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি আবিষ্কার করতে চায়। তাছাড়া অর্থনৈতিক কোনো পরিবর্তন যেমন সামাজিক পরিবর্তনের কারণ হতে পারে ঠিক তেমনি সামাজিক পরিবর্তনও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও সামাজিক পরিবর্তন উভয়ই নির্ভরশীল।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান উভয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য বা সম্পর্ক বিদ্যমান, যদিও উভয়ই স্বতন্ত্র ও আলাদাভাবে সামাজিক বিজ্ঞানের অংশ।

প্রশ্ন ▶৩ দুই কলেজ বন্ধু সাফিন ও সালমান। সাফিন কলেজ পাশের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। সে এমন একটি বিষয় পছন্দ করেছে যেটা ভবিষ্যতে তাকে আত্মসচেতন করে তুলবে। এছাড়া সাফিনের পছন্দকৃত বিষয়টির মাধ্যমে সে সামাজিক সমস্যা সমাধান ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কেও সচেতন হতে পারবে। ◀ *শিখনফল-৪*

ক. সামাজিক মনোবিজ্ঞানীরা কী নিয়ে আলোচনা করে? ১

খ. সমাজবিজ্ঞানের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কী? ২

গ. সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানতে সাফিনের উক্ত বিষয়টির জ্ঞান আবশ্যক—ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর যে, সাফিনের উক্ত বিষয়টি পাঠের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য? এ সম্পর্কে তোমার মতামত উপস্থাপন করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক মনোবিজ্ঞানীরা সমাজে বসবাসকারী মানুষের মন নিয়ে আলোচনা করে।

খ সমাজবিজ্ঞানের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো- সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান বা সমাজের আলোচনা। সমাজবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ Sociology শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Socius এবং গ্রিক শব্দ Logos থেকে উদ্ভূত হয়েছে। Socius অর্থ সমাজ এবং Logos অর্থ জ্ঞান। ল্যাটিন শব্দ Socius শব্দের আক্ষরিক অর্থ সঙ্গী। তবে যেহেতু সঙ্গবদ্ধ জীবনের ভিত্তিতে সমাজ গড়ে ওঠে তাই Socius এর ভাবার্থ হলো সমাজ। Sociology শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ব্যাখ্যা করে সমাজবিজ্ঞানকে সমাজ সম্পর্কিত জ্ঞান বলে আখ্যায়িত করা যায়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সাফিনের পছন্দকৃত বিষয়টির মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা, সমস্যার সমাধান, সমাজ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবে। এ থেকে বুঝা যায় সাফিনের

পছন্দকৃত বিষয়টি হচ্ছে সমাজবিজ্ঞান। কারণ সমাজবিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমেই আমরা উক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারি। আর সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানতে সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান আবশ্যক। প্রতিষ্ঠান হলো ব্যক্তির আচরণের প্রতিষ্ঠিত রূপ বা ধরন। সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি যখন পালন করা অলঙ্ঘনীয় ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন তাকে প্রতিষ্ঠান বলে। সমাজের বৈচিত্র্য ও জটিলতা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সামাজিক গঠনমূলক প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, মনস্তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার জন্য সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান আবশ্যক।

অতএব বলা যায়, সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানতে সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান অত্যাবশ্যক।

ঘ আমি মনে করি সাফিনের সমাজবিজ্ঞান বিষয়টি পাঠের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ সম্পর্কে নিচে আমার মতামত উপস্থাপন করলাম–

সমাজ ছাড়া মানুষ বসবাস করতে পারে না, তাই সমাজ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান অপরিহার্য।

সম্প্রদায় হচ্ছে রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, ধর্ম, ভাষা ও অন্যান্য সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ একই এলাকায় বসবাসকারী জনসমষ্টি। যেমন– বাঙালি সম্প্রদায়, মুসলিম সম্প্রদায় ও হিন্দু সম্প্রদায় ইত্যাদি। এ সব সম্প্রদায় সম্পর্কে জানতে সমাজবিজ্ঞান পাঠ আবশ্যক।

ট্রেড ইউনিয়ন, রাজনৈতিক দল, শিক্ষক সমিতি ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে হলে সমাজবিজ্ঞানের পাঠ জরুরি।

বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে জানতে ও কীভাবে সেগুলো সমাধান করা যায় তার জন্যে সমাজবিজ্ঞানের পাঠ গুরুত্বপূর্ণ।

সুষ্ঠুভাবে সমাজব্যবস্থা পরিচালিত হওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি ও শৃঙ্খলা আবশ্যক।

পরিশেষে আমি বলতে পারি যে, সমাজবিজ্ঞান বিষয়টি পাঠের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ▶ ৪ A= সমাজ ও সমাজের মানুষের গোটা জীবন পর্যালোচনা করে। B= মানুষের আচরণ, সহজাত প্রবৃত্তি সামাজিক আন্দোলন ইত্যাদি পর্যালোচনা করে। A ও B উভয়ই সমাজের জন্য কাজ করে থাকে। সমাজের বাস্তবতা বুঝতে হলে A এর জ্ঞানের প্রয়োজনয়ীতা অপরিহার্য। ◀ *শিখনফল-৪ ও ১১*

ক. নৃবিজ্ঞানী লুইস মর্গানের ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম কী? M5,Q2.C1 ১

খ. সমাজবিজ্ঞানকে মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বিজ্ঞান বলে কেন? ২

গ. উদ্দীপকে B কোন বিজ্ঞানের ইঙ্গিত প্রদান করে? তার বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে A কোন বিজ্ঞানের ইঙ্গিত প্রদান করে? A এর জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা কেন অপরিহার্য— বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক মার্কিন নৃবিজ্ঞানী লুইস হেনরি মর্গানের ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম- *'Ancient Society'*.

খ সমাজবিজ্ঞান ন্যায়-অন্যায় বোধ নিরপেক্ষ অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ ও যুক্তিপ্রবণ বিজ্ঞান বলে সমাজবিজ্ঞানকে মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বিজ্ঞান বলা হয়।

বিজ্ঞানের প্রধান ধর্মই হচ্ছে নৈতিকতার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থাকা। আর তাই সমাজবিজ্ঞানও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখে। সমাজবিজ্ঞানীগণ সামাজিক বা ব্যক্তিগত মূল্যবোধের দ্বারা কোনোভাবে প্রভাবিত না হয়ে যাবতীয় সামাজিক ঘটনা বিচার-বিশ্লেষণ করেন। এ কারণে সমাজবিজ্ঞানকে মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বিজ্ঞান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

গ উদ্দীপকে B সামাজিক মনোবিজ্ঞানের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে।

সমাজ মনোবিজ্ঞান বা সামাজিক মনোবিজ্ঞান সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তির বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আচার-আচরণ, ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে অনুসন্ধান করে। ব্যক্তির যে সব আচরণ সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের প্রভাবিত করে এবং সেই সাথে সমাজের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে সামাজিক মনোবিজ্ঞান সেগুলো পর্যালোচনা করে থাকে। এটি সমাজের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির সহজাত প্রবৃত্তি, ব্যক্তিত্ব, শিক্ষণ, মনোভাব, আবেগ, প্রেষণা, নেতৃত্ব, সামাজিকীকরণের বিভিন্ন মাধ্যম ও তাদের ভূমিকা, জনমত, জনসাধারণ, জনতা এবং এ ধরনের অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠী, সামাজিক আন্দোলন মতাদর্শ প্রচার প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করে।

উদ্দীপকের B অংশে বলা হয়েছে, মানুষের আচরণ, সহজাত প্রবৃত্তি, সামাজিক আন্দোলন ইত্যাদি নিয়ে একটি বিজ্ঞান আলোচনা করে। সামাজিক মনোবিজ্ঞানেরই অনুরূপ। তাই বলা যায়, B সামাজিক মনোবিজ্ঞানকে নির্দেশ করছে।

ঘ উদ্দীপকে A সমাজবিজ্ঞানের ইঙ্গিত প্রদান করে। সমাজ সম্পর্কে অর্থাৎ সমাজের সামগ্রিক বিষয় সম্পর্কে জানতে সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান অপরিহার্য।

সমাজবিজ্ঞান সমাজের সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জনে মূল ভূমিকা পালন করে। কেউ যদি সমাজ সম্পর্কে কোনো পরিকল্পনা করতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই সমাজবিজ্ঞান পাঠ করতে হবে। আবার সমাজবিজ্ঞান পাঠ ব্যতীত দেশের সামাজিক সমস্যার কারণ এবং তার সমাধানের উপায়ও খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। কেননা সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে, বিদ্যমান সামাজিক সমস্যার কারণ, ফলাফল এবং সমাধানের উপায় অনুসন্ধান করা। এছাড়া পরিবর্তনশীল সমাজের অধ্যয়ন এবং এ পরিবর্তনের সাথে মানুষের সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে সমাজস্থ মানুষ সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা প্রতিনিয়ত অনুভব করছে। কারণ পরিবর্তনশীল সমাজ সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে একমাত্র সমাজবিজ্ঞান শাস্ত্রই সমাজের বাস্তবতা অনুধাবনে সাহায্য করে। পাশাপাশি কোনো অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে কী কী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধা রয়েছে, আর কীভাবে তা দূর করা যায়, সে বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্যও সমাজবিজ্ঞানের পাঠ একান্ত জরুরি।

বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বার্থগোষ্ঠীসমূহ সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট। প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি ঢুকে পড়েছে। বেকার সমস্যা, কম বয়সীদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা, নানারকম অসামাজিক কাজকর্ম, চুরি-রাহাজানি ইত্যাদি সামাজিক ব্যাধি ছোঁয়াচে রোগের মতো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। পাশাপাশি নানা কারণে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে অসন্তুষ্টি, বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ দেখা দিচ্ছে। এসব সমস্যা সমাধানে সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞানই পারে কার্যকরভাবে সহায়তা করতে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাই দৃঢ়তার সাথেই বলা যায়, বর্তমান পরিবর্তনশীল সমাজের জন্য সমাজবিজ্ঞান পাঠ করা একান্ত আবশ্যক।

প্রশ্ন ▶ ৫ রাফি মানব প্রকৃতি, মানুষের উৎপত্তি, মানব আচরণের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে তথ্যবহুল ও গবেষণাধর্মী একটি জার্নাল পাঠ করে। এ জার্নালটি পাঠ করার পর সে মনে করে, বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফলে মানুষের উৎপত্তি হয়ে সমাজে বসবাস শুরু করেছে।

◀ শিখনফল: ৬

ক. বর্তমানে সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যকার সম্পর্কের বন্ধনকে দৃঢ় করতে কোন বিষয়ের উদ্ভব ঘটেছে? ১

খ. সমাজবিজ্ঞানকে কেন সমাজের পূর্ণাঙ্গ পাঠ বলা হয়? ২

গ. রাফির পঠিত জার্নালটি যে বিষয়ের আলোচনা সম্পর্কিত জ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের সাথে তার বৈসাদৃশ্য দেখাও। ৩

ঘ. সমাজবিজ্ঞান ও রাফির পঠিত উক্ত বিষয়টি পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত— বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক বর্তমানে সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যকার সম্পর্কের বন্ধনকে দৃঢ় করতে সামাজিক মনোবিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটেছে।

খ সমাজবিজ্ঞানকে সমাজের পূর্ণাঙ্গ পাঠ বলা হয় কারণ সামাজিক মানুষের আচার-আচরণ, আদর্শ-মূল্যবোধ, কার্যাবলি, রীতিনীতি কীভাবে পারস্পারিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে এবং কীভাবে এর গতিশীলতা বজায় থাকে তা নিয়ে অধ্যয়ন করতে গিয়ে গোটা সমাজের মধ্যে এর অনুসন্ধান করতে হয়। এছাড়াও সমাজবিজ্ঞান সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষের পারস্পারিক নির্ভরশীলতা, পারস্পরিক সম্পর্ক, সাধারণ জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি, মানুষের মধ্যকার দ্বন্দ্ব, সহযোগিতা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত রাফির পঠিত গবেষণাধর্মী জার্নালটি নৃবিজ্ঞান বিষয়ের আলোচনা সম্পর্কিত জ্ঞান। কারণ নৃবিজ্ঞানই পঠিত বিষয় সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করে থাকে। সমাজবিজ্ঞানের সাথে নৃবিজ্ঞানের মৌলিক কিছু বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান।

সমাজবিজ্ঞানে ঐতিহাসিক পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়। অন্যদিকে, নৃবিজ্ঞানে সাধারণত প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে গবেষণা কাজ পরিচালিত হয়। সমাজবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় প্রত্যয় হলো সমাজকাঠামো। অপরপক্ষে, নৃবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় বিষয় হলো মানুষ। সমাজবিজ্ঞানের গবেষণা হয় ব্যাপক ভিত্তিতে যার মাধ্যমে বৃহৎ সমাজব্যবস্থার বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা সম্ভব হয়। অপরদিকে নৃবিজ্ঞানের গবেষণা ক্ষুদ্র পরিসরে, স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে সমাজ গবেষণায় নৃবিজ্ঞানী সমাজের চলমান বাস্তবাকে ধরে রাখার জন্য ক্যাসেট, রেকর্ডার ও ক্যামেরা ব্যবহার করে কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীগণ তেমনটা ব্যবহার করে না। সুতরাং বলা যায় যে, সমাজবিজ্ঞানের সাথে নৃবিজ্ঞানের বৈসাদৃশ্য বহুবিধ।

ঘ সমাজবিজ্ঞান ও রাফির পঠিত বিষয় তথা নৃবিজ্ঞান পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

নৃবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। বুৎপত্তিগতভাবে নৃবিজ্ঞানের অর্থ হলো মানুষ সম্পর্কিত পাঠ। মানুষের উৎপত্তি ও তার দৈহিক, সামাজিক তথা মানব আচরণের ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত গবেষণা নৃবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। নৃবিজ্ঞান তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা: দৈহিক নৃবিজ্ঞান, সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান এবং সামাজিক নৃবিজ্ঞান। এর মধ্যে সামাজিক নৃবিজ্ঞানের আওতাভুক্ত বিষয়সমূহ হলো আদিম সমাজব্যবস্থা, পারিবারিক গঠনবিন্যাস, পারিবারিক প্রথা, সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

সমাজবিজ্ঞান মানবসমাজের অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন ও তুলনামূলক আলোচনা করে থাকে। এ উদ্দেশ্যে সমাজবিজ্ঞান নৃবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় থেকে নানা তথ্যাদি সংগ্রহ করে। যেমন—মানুষের সভ্যতা, সংস্কৃতি আদিম অবস্থা থেকে যেভাবে আধুনিক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে তার একটি ধারাবাহিকতা আছে। এ প্রেক্ষাপটে সভ্যতা সংস্কৃতির উত্তরণ বা সামাজিক বিবর্তনের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজবিজ্ঞান নৃবিজ্ঞানের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। অন্যদিকে নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল। সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নৃবিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে থাকে। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে, সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

প্রশ্ন ▶ ৬ 'মানুষ মানুষের জন্য' এই প্রত্যয়কে সামনে রেখে সাফা মানব প্রকৃতি, মানুষের উৎপত্তি, মানব আচরণের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে তথ্যবহুল ও গবেষণাধর্মী একটি জার্নাল পাঠ করে। এ জার্নালটি পাঠ করার পর সে মনে করে, বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফলে মানুষের উৎপত্তি হয়ে সমাজে বসবাস শুরু করেছে। *◀ শিখনফল-৮*

ক. বর্তমানে সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যকার সম্পর্কের বন্ধনকে দৃঢ় করতে কোন বিষয়ের উদ্ভব ঘটেছে? ১

খ. সমাজবিজ্ঞানকে কেন সমাজের পূর্ণাঙ্গ পাঠ বলা হয়? ২

গ. সাফার পঠিত জার্নালটি যে বিষয়ের আলোচনা সম্পর্কিত জ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের সাথে তার বৈসাদৃশ্য দেখাও। ৩

ঘ. সমাজবিজ্ঞান ও সাফার পঠিত উক্ত বিষয় পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক বর্তমানে সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যকার সম্পর্কের বন্ধনকে দৃঢ় করতে সামাজিক মনোবিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটেছে।

খ সমাজবিজ্ঞান সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, পারস্পরিক সম্পর্ক, সাধারণ জীবনযাত্রা প্রণালি বা সংস্কৃতি, মানুষের মধ্যকার দ্বন্দ্ব, সহযোগিতা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে। পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, সমাজের পরিবর্তনশীলতা, সমাজের বিভিন্ন উপাদান প্রভৃতি সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করে থাকে। সমাজবিজ্ঞান যে শুধু সহজ সরল সমাজ নিয়ে আলোচনা করে এমন নয়, বর্তমান জটিল থেকে জটিলতায় রূপধারণকারী সমাজেরও খুঁটিনাটি আলোচনা করে। এ সব প্রেক্ষিতেই সমাজবিজ্ঞানকে সমাজের পূর্ণাঙ্গ পাঠ বলে অভিহিত করা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সাফা গবেষণাধর্মী জার্নালটি পড়ে মানব প্রকৃতি, মানুষের উৎপত্তি, মানব আচরণের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে জানতে পারে। সাফার পঠিত জার্নালটি নৃবিজ্ঞান বিষয়ের আলোচনা সম্পর্কিত জ্ঞান। কারণ নৃবিজ্ঞানই এ সকল বিষয় সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করে থাকে। নিচে সমাজবিজ্ঞানের সাথে নৃবিজ্ঞানের বৈসাদৃশ্যসমূহ দেখানো হলো—

সমাজবিজ্ঞানে ঐতিহাসিক পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়। অন্যদিকে, নৃবিজ্ঞানে সাধারণত প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে গবেষণা কাজ পরিচালিত হয়।

সমাজবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় প্রত্যয় হলো সমাজকাঠামো। অপরপক্ষে, নৃবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় বিষয় হলো মানুষ।

সমাজবিজ্ঞানের গবেষণা হয় ব্যাপক ভিত্তিতে যার মাধ্যমে বৃহৎ সমাজব্যবস্থার বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা সম্ভব হয়। অপরদিকে নৃবিজ্ঞানের গবেষণা ক্ষুদ্র পরিসরে, স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। সুতরাং বলা যায় যে, সমাজবিজ্ঞানের সাথে নৃবিজ্ঞানের সাদৃশ্য বহুবিধ।

ঘ সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। নিম্নে এর বিশ্লেষণ করা হলো—

নৃবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। অনেকে এ দুটি বিজ্ঞানকে জমজ বোন হিসেবে অবহিত করেন। বুৎপত্তিগতভাবে নৃবিজ্ঞানের অর্থ হলো মানুষ সম্পর্কিত পাঠ। মানুষের উৎপত্তি ও তার দৈহিক, সামাজিক তথা মানব আচরণের ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত গবেষণা নৃবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। নৃবিজ্ঞান তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা: দৈহিক নৃবিজ্ঞান, সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান এবং সামাজিক নৃবিজ্ঞান। এর মধ্যে সামাজিক নৃবিজ্ঞানের আওতাভুক্ত বিষয়সমূহ হলো আদিম সমাজব্যবস্থা, পারিবারিক গঠনবিন্যাস, পারিবারিক প্রথা, সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

সমাজবিজ্ঞান মানবসমাজের অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন ও তুলনামূলক আলোচনা করে থাকে। এ উদ্দেশ্যে সমাজবিজ্ঞান নৃবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় থেকে নানা তথ্যাদি সংগ্রহ করে। যেমন—মানুষের সভ্যতা, সংস্কৃতি আদিম অবস্থা থেকে যেভাবে আধুনিক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে তার একটি ধারাবাহিকতা আছে। এ প্রেক্ষাপটে সভ্যতা সংস্কৃতির উত্তরণ বা সামাজিক বিবর্তনের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজবিজ্ঞান নৃবিজ্ঞানের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। অন্যদিকে নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল। সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নৃবিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

প্রশ্ন ▶ ৭ রহিম ও করিম দুই বন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি ভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়নরত। রহিমের অধ্যয়নের বিষয়টি মূলত তাত্ত্বিক, বিশ্লেষণাত্মক এবং মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বিজ্ঞান এবং যার প্রধান লক্ষ্য হলো সামাজিক সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ করা। অন্যদিকে করিমের অধ্যয়নের বিষয়টি মূলত ব্যবহারিক, মূল্যবোধ আশ্রয়ী এবং যার প্রধান লক্ষ্য হলো সামাজিক সমস্যার সমাধানে নীতি নির্ধারণ ও পরিকল্পনা গ্রহণ। ◀ *শিখনফল-১০*

ক. নৃবিজ্ঞান কাকে বলে? ১

খ. পরিবারের সমাজবিজ্ঞান যা নিয়ে আলোচনা করে তা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের রহিম ও করিমের অধ্যয়নের বিষয় দুইটির মধ্যকার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতবহ বিষয় দুটির মধ্যকার সাদৃশ্যের তুলনায় বৈসাদৃশ্যই বেশি— বিশ্লেষণ করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কিত বিজ্ঞানকে নৃবিজ্ঞান বলে।

খ পরিবারের সমাজবিজ্ঞান পরিবারের উৎপত্তি, বিকাশ, প্রকরণ, পরিবর্তনশীল পরিবারের কার্যাবলি এবং সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে।

পরিবারের সমাজবিজ্ঞান সমাজ ও যুগভেদে পরিবারের কাঠামো ও প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করে। এটি পরিবর্তনশীল সমাজের প্রেক্ষাপটে পরিবারের ভূমিকা ও কার্যাবলি সম্পর্কে গবেষণা চালায়। এর পাশাপাশি এটা বিবাহ, বিবাহের ধরন, প্রকৃতি, বিবাহের রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান এবং মানবসমাজে বিবাহের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে। পরিবারের সমাজবিজ্ঞান জ্ঞাতি সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা করে।

গ উদ্দীপকে রহিম সমাজবিজ্ঞান এবং করিম সমাজকল্যাণ বিষয়ে অধ্যয়নরত।

রহিমের অধ্যয়নরত বিষয়টি তাত্ত্বিক, বিশ্লেষণাত্মক এবং মূল্যবোধ নিরপেক্ষ। বিষয়টির প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক সমস্যার কারণ, বিশ্লেষণ করা। যা সমাজবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর করিমের অধ্যয়নরত বিষয়টি হচ্ছে সমাজকল্যাণ। কারণ সমাজকল্যাণ বিষয়টি ব্যবহারিক ও মূল্যবোধ আশ্রয়ী। সমাজকল্যাণের অন্যতম লক্ষ্য হলো সামাজিক সমস্যার সমাধানে নীতি নির্ধারণ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণের মধ্যে বেশকিছু সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন—

সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্বীয় জ্ঞান, সমাজকাঠামো, মানবসম্পর্ক এবং সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা সমাজকল্যাণের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে বিশেষভাবে সহায়তা করে। কারণ মানব সম্পর্ক তথা সমাজ কাঠামোর ধারণা ব্যতিত সামাজিক সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে পাওয়া কঠিন। আবার সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্বীয় অবস্থান থেকে প্রায়োগিক অবস্থানে এগিয়ে আসার জন্য সমাজকল্যাণের জ্ঞান সমাজবিজ্ঞানকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। এছাড়া সমাজকল্যাণের লক্ষ্য হলো সমাজস্থ ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ, মানসম্মত জীবনযাপনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি, চিন্তার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি ও অন্যের স্বাধীনতা ব্যাহত না করে কর্মের স্বাধীনতা অর্জন করা। এ সমস্ত ধারণা সমাজবিজ্ঞানেরও অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিষয় দুটি হচ্ছে সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণ। বিষয় দুটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হলেও এদের মধ্যে বেশকিছু বৈসাদৃশ্যও রয়েছে।

সমাজবিজ্ঞানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সমাজ, সমাজকাঠামো এবং সামাজিক সম্পর্ক। আর সমাজকল্যাণের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তা সমাধান ও সমাজকল্যাণের লক্ষ্যে পন্থা নির্দেশ। সমাজবিজ্ঞান মূলত তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণাত্মক বিজ্ঞান। অন্যদিকে, সমাজকল্যাণ মূলত ব্যবহারিক বিজ্ঞান। ঐতিহ্যগতভাবে সমাজবিজ্ঞান মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বিজ্ঞান। তবে উন্নয়নকামী বিশ্বের সমাজ গবেষণায় ইদানিংকালের সমাজবিজ্ঞানীরা উন্নয়নের পন্থা পদ্ধতি সম্পর্কে সুপারিশ পেশ না করে পারেন না। আর তাই সব ক্ষেত্রে মূল্যবোধ নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব নয়। অপরদিকে, সমাজকল্যাণের মূল্যবোধ নিরপেক্ষ হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। কারণ সমাজের কল্যাণের লক্ষ্যে তাকে অবশ্যই দিক নির্দেশনা দিতে হবে এবং প্রয়োজনে পেশাদার সমাজকর্মীর ভূমিকায় কাজ করতে হবে। আমরা জানি, সমস্যা বিশ্লেষণ সমাজবিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য। আর সমস্যার সমাধানে নীতি নির্ধারণ ও পরিকল্পনায় অবদান রাখা সমাজকল্যাণের প্রধান লক্ষ্য। সমাজবিজ্ঞানের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত, কারণ সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র এর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে, সমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সমাজকল্যাণের কৌতুহল থাকলেও সমাজের মানুষের কল্যাণে এর গবেষণা পরিব্যাপ্ত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, সমাজবিজ্ঞান এবং সমাজকল্যাণ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হলেও এদের মধ্যে বেশকিছু বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ৮ শিক্ষক সোমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সমাজবিজ্ঞান বলতে তুমি কী বোঝ? সোমা এ প্রশ্নের জবাবে বলল, "সমাজবিজ্ঞান এমন একটি বিজ্ঞান, যা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবর্তনশীল সমাজ এবং সমাজবদ্ধ মানুষের আচার-আচরণ তথা পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করে।" ◀ *শিখনফল: ১ ও ২*

ক. কোন কোন শব্দের সমন্বয়ে 'Sociology' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে? ১

খ. সমাজবিজ্ঞানকে 'মানব সম্পর্কের বিজ্ঞান' বলা হয় কেন? ২

গ. সোমার উল্লিখিত সংজ্ঞায় সমাজবিজ্ঞানের যেসব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, সোমার প্রদত্ত সংজ্ঞায় সমাজবিজ্ঞানের সবগুলো বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রয়েছে? মতামত দাও। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক ল্যাটিন শব্দ 'Socius' এবং গ্রিক শব্দ 'Logos'-এর সমন্বয়ে ইংরেজি 'Sociology' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

খ সমাজবিজ্ঞান যেহেতু মানব আচরণ ও সমাজ সম্পর্কে পঠন-পাঠন ও গবেষণা করে তাই একে 'মানব সম্পর্কের বিজ্ঞান' বলা হয়। বস্তুত সমাজবিজ্ঞান হলো সমাজ সম্পর্কিত বস্তুনিষ্ঠ পাঠ বা বিশ্লেষণ। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য থাকলেও তাদের প্রদত্ত সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞার মধ্যে একটি বিষয়ে মিল লক্ষ করা যায়। আর তা হচ্ছে, সমাজবিজ্ঞানের প্রায় সকল সংজ্ঞাতেই সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ- সমাজবিজ্ঞান মূলত সমাজে বসবাসকারী মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়েই আলোচনা করে থাকে। আর এ জন্যই সমাজবিজ্ঞানকে 'মানব সম্পর্কের বিজ্ঞান' বলা হয়ে থাকে।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ সমাজবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো।

ঘ সমাজবিজ্ঞানের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ▶ ৯ শুভ একটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। তিনি যে বিষয়ে ছাত্রদের পাঠদান করেন, সে বিষয়টি সমাজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। শুভ বলল, আমার আলোচনার বিষয়টি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক গুরুত্ব বহন করে। ◀ *শিখনফল: ১ ও ৪*

ক. 'মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বিজ্ঞান হল সমাজবিজ্ঞান' উক্তিটি কার? ১

খ. সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টি কোন বিষয়টি নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টির কোন বিষয়ের গুরত্বের সাথে সাদৃশ্য আছে বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ করো। ৪

প্রশ্ন ▶ ১ আসিফ স্যার একাদশ শ্রেণির ক্লাস নিতে গিয়ে বললেন, "আমি যে বিষয়টির ক্লাস নিব, সে বিষয়টির নাম ল্যাটিন ও গ্রিক শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। কোনো মনীষী এ বিষয়টির সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দিতে না পারলেও একে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।" ◀ *শিখনফল: ১*

ক. সমাজবিজ্ঞানকে সামাজিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক গতিশীলতার বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন কে?

খ. সমাজবিজ্ঞানকে কেন ঐতিহ্যগতভাবে মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বিজ্ঞান বলা হয়?

গ. আসিফ স্যার শ্রেণিকক্ষে কোন বিষয়টি পড়াচ্ছিলেন? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপক দ্বারা ইঙ্গিতকৃত বিষয়টি সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে মনীষীগণ কীভাবে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন? বিশ্লেষণ করো।

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজবিজ্ঞানকে সামাজিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক গতিশীলতার বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন অগাস্ট কোঁৎ।

খ সমাজবিজ্ঞান ন্যায়-অন্যায় বোধ নিরপেক্ষ অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ ও যুক্তিপ্রবণ বিজ্ঞান বলে সমাজবিজ্ঞানকে মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বিজ্ঞান বলা হয়।

বিজ্ঞানের প্রধান ধর্মই হচ্ছে নৈতিকতার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থাকা। আর তাই সমাজবিজ্ঞানও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখে। সমাজবিজ্ঞানীগণ সামাজিক বা ব্যক্তিগত মূল্যবোধের দ্বারা কোনোভাবেই প্রভাবিত না হয়ে যাবতীয় সামাজিক ঘটনা বিচার-বিশ্লেষণ করেন। এ কারণেই সমাজবিজ্ঞানকে মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বিজ্ঞান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

গ আসিফ স্যার শ্রেণিকক্ষে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে পাঠদান করছিলেন। বিষয়টির পরিচয় প্রদানে আসিফ স্যারের প্রদত্ত বক্তব্যে তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আসিফ স্যার তার পাঠদানকৃত বিষয়ের পরিচয় প্রদানে বলেন, এ বিষয়টির নাম ল্যাটিন ও গ্রিক শব্দ থেকে উদ্ভূত। কোনো মনীষী বিষয়টির সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা প্রদান করতে পারেন নি। তবে বিষয়টির বিভিন্ন প্রামাণ্য সংজ্ঞায় এটা সুস্পষ্ট যে, একে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে মনীষীগণ সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কেও ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। আমরা জানি, সমাজবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে 'Sociology'। শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন শব্দ 'Socius' এবং গ্রিক শব্দ 'Logus'-এর সমন্বয়ে। আমরা এটাও জানি যে, সমাজবিজ্ঞানের সর্বজনস্বীকৃত কোন সংজ্ঞা নেই। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজবিজ্ঞানকে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন। আর এসব সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, সমাজবিজ্ঞানীরা মূলত মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর গুরুত্বারোপ করে সমাজবিজ্ঞানকে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

উপরে প্রদত্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট যে, আসিফ স্যার শ্রেণিকক্ষে সমাজবিজ্ঞান বিষয়টি পড়েছিলেন।

ঘ উদ্দীপক দ্বারা সমাজবিজ্ঞান বিষয়টিকে নির্দেশ করা হয়েছে।

বিভিন্ন মনীষীগণ সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিয়েছেন, তার মধ্যে সমাজের মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন— ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক Neil J. Smelser তার *Sociology* নামক গ্রন্থে সমাজবিজ্ঞানকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেন, 'সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে এমন একটি গবেষণা নির্ভর বিজ্ঞান যা সমাজ ও সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে পর্যালোচনা করে।' অধ্যাপক ডেভিড পোপেনো তার *'Sociology'* গ্রন্থে বলেন, 'সমাজবিজ্ঞান হলো সামাজিক আচরণের এবং সমাজের সুশৃঙ্খল ও বস্তুনিষ্ঠ অধ্যয়ন।' উইলিয়াম পি স্কট *'Dictionary of Sociology'* গ্রন্থে বলেন, 'সমাজবিজ্ঞান হলো মানুষের সামাজিক আচরণের বিজ্ঞানভিত্তিক পাঠ বা অধ্যয়ন।' সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার ও পেজ তাদের *'Society'* নামক গ্রন্থে বলেন যে, 'সমাজবিজ্ঞান এমনই একটি বিজ্ঞান যা সমাজ এবং সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে এককভাবে পাঠ করে।'

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, সমাজবিজ্ঞানীরা শাস্ত্রটিকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। বস্তুত এর কোনো বিকল্প নেই। কারণ, সমাজবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সমাজস্থ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক। আর তাই সমাজবিজ্ঞানকে সংজ্ঞায়িত করতে হলে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর গুরুত্বারোপ করতেই হয়।

প্রশ্ন ▶২ মোহনগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আশিক সাহেব একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি যে বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছেন সেটির প্রয়োগও যথার্থভাবে করতে পারছেন। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি হিসেবে গ্রামীণ জীবনে ক্ষমতাকাঠামো, অপরাধ, দুর্নীতি, মর্যাদা ও শ্রেণিসম্পর্ক এবং গ্রাম্য আত্মহত্যা বিষয়ক বিভিন্ন সামাজিক বিষয় তিনি নিজ হাতে সুদক্ষভাবে পরিচালনা করে থাকেন। *শিখনফল-৩*

ক. ম্যাকাইভারের মতে, মানসিক ঘটনা কী? ১

খ. সমাজবিজ্ঞান বিকাশে জিয়ামবাতিস্তা ভিকোর অবদান ব্যাখ্যা করো। ২

গ. আশিক সাহেবের বর্ণিত উক্ত বিষয়টি কি একটি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান? এ সম্পর্কে তোমার মতামত ব্যক্ত করো। ৩

ঘ. আশিক সাহেবের শিক্ষা লাভ করা বিষয়টি ভিন্ন তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বৈজ্ঞানিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে'—এ বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ম্যাকাইভারের মতে, সমাজজীবনের যা কিছু একজন জীবিত মানুষ করে বা ভোগ করে, যা কিছু ইতিহাস ও অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় তার সবই হলো মানসিক ঘটনা।

খ ইতালিতে সমাজবিজ্ঞান বিকাশে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন জিয়ামবাতিস্তা ভিকো তার অন্যতম। তিনি তার প্রতিষ্ঠিত নববিজ্ঞানে জাতিসমূহের সাধারণ প্রকৃতি নিয়ে যে আলোচনা করেন তা সমাজবিজ্ঞান বিকাশে অসামান্য অবদান রাখে। তিনি বিশ্বাস করতেন সমাজ কতকগুলো সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীন এবং বস্তুনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ ও পাঠের মাধ্যমে সমাজ বিকাশের সূত্রাবলিকে আবিষ্কার করা যায়। তার উক্ত দৃষ্টিভঙ্গি সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ সাধনে অনবদ্য অবদান রাখে।

গ আশিক সাহেব তার পাঠ্য বিষয় থেকে জ্ঞান লাভ করে গ্রামীণ জীবনে ক্ষমতা কাঠামো, অপরাধ, দুর্নীতি, মর্যাদা ও শ্রেণিসম্পর্ক এবং গ্রাম্য আত্মহত্যা বিষয়ক বিভিন্ন সামাজিক সিদ্ধান্তগুলো নিজ হাতে সুন্দরভাবে পরিচালনা করে থাকেন। সমাজবিজ্ঞান এ সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকে। সে বিচারে আশিক সাহেবের পঠিত বিষয়টি হচ্ছে সমাজবিজ্ঞান। সমাজবিজ্ঞান একটি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান কিনা সে সম্পর্কে নিম্নে আমার মতামত ব্যক্ত করা হলো—

সমাজবিজ্ঞান বৈজ্ঞানিকভাবে পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যসমূহের বিচার বিশ্লেষণপূর্বক জ্ঞান অন্বেষণের প্রচেষ্টা চালায়। এ অর্থে সমাজবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানরূপে অভিহিত করা চলে। তথাপি সমাজবিজ্ঞান ঠিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো নয়, তবে এটি গবেষণার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পদ্ধতি ও কলাকৌশল ব্যবহার করে থাকে। তাছাড়া সমাজবিজ্ঞান সামাজিক বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত ভৌত বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো নয়। সমাজবিজ্ঞান একটি বিজ্ঞান হিসেবে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সাথেও এর সম্পর্ক বিদ্যমান। তবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে যেভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সমাজবিজ্ঞান সেভাবে পূর্ণাঙ্গভাবে করতে পারে না। তবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো সূত্রকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। ফলে এর বিষয়বস্তু বাস্তবসম্মত ও তথ্যনির্ভর হয়।

তাই আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, সমাজবিজ্ঞান মূলত একটি সামাজিক বিজ্ঞান; এটি কোনো প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নয়।

ঘ আশিক সাহেবের সমাজবিজ্ঞান বিষয়টি ভিন্ন তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বৈজ্ঞানিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ বক্তব্যটি নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো—

সমাজবিজ্ঞান সামাজিক বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত একটি বিজ্ঞান যা মানুষের আচার-আচরণ, কার্যাবলি, রীতিনীতি ইত্যাদি পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে।

অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানসমূহ সমাজের এক একটি বিশেষ দিক সম্পর্কে আলোচনা করে। অন্যদিকে সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজ সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ অধ্যয়ন।

সমাজবিজ্ঞান মানবসমাজের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করে।

সমাজকাঠামো হলো সমাজবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় প্রত্যয়। আর সমাজকাঠামোর ভিত্তি হচ্ছে মানব সম্পর্ক। ব্যক্তি, সামাজিক গোষ্ঠী, প্রথা, সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করে। এজন্য বলা হয় সমাজবিজ্ঞান হলো সমাজকাঠামো সম্পর্কিত পাঠ।

পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র বা অঙ্কশাস্ত্রের মতো সমাজবিজ্ঞানকে একটি তাত্ত্বিক বিজ্ঞান হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে।

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত ও প্রয়োগ করা যায়।

সমাজবিজ্ঞান কেবল সমাজের প্রপঞ্চ বা ঘটনাবলির আলোচনাই করে না বরং ঐ প্রপঞ্চসমূহের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রচেষ্টা চালায়। তাই সমাজবিজ্ঞান একটি বিশ্লেষণধর্মী বিজ্ঞান।

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, সমাজবিজ্ঞান একটি ভিন্ন তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বৈজ্ঞানিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে— এ বক্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶৩ সালাম সাহেব পরিবার-পরিজন নিয়ে শহরে বাস করেন। তার একমাত্র কলেজপড়ুয়া ছেলে পাড়ার বন্ধুদের সাথে মিলে ধূমপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। মাঝেমধ্যে বাবার অজান্তে তার পকেট থেকে টাকা-পয়সা নিয়ে থাকে এবং দেরি করে বাড়ি ফেরে। ◀ *শিখনফল: ৩ ও ৪*

ক. "সমাজবিজ্ঞান একমাত্র বিজ্ঞান যা সমাজ এবং সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ে অধ্যয়ন করে।"— উক্ত সংজ্ঞাটি কোন সমাজবিজ্ঞানীর? [M-3, Q-1] ১

খ. সমাজবিজ্ঞান একটি বিশ্লেষণধর্মী বিজ্ঞান— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সালাম সাহেবের ছেলের আচরণ সমাজবিজ্ঞানের কোন শাখায় আলোচনা করা হয়?— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান কীভাবে সাহায্য করতে পারে?— তোমার মতামত দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক "সমাজবিজ্ঞান একমাত্র বিজ্ঞান যা সমাজ এবং সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ে অধ্যয়ন করে।"— সংজ্ঞাটি সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার ও পেজের।

খ সমাজবিজ্ঞানে গোটা সমাজের নিখুঁত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা থাকে বলে সমাজবিজ্ঞানকে বিশ্লেষণধর্মী বিজ্ঞান বলা হয়।

আমরা জানি, সমাজবিজ্ঞান কেবল সমাজের প্রপঞ্চ বা ঘটনাবলির আলোচনাই করে না, বরং ঐ প্রপঞ্চ বা ঘটনাসমূহের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রচেষ্টাও চালায়। এক্ষেত্রে যুক্তিবাদী বিচার-বিশ্লেষণের সহায়তা নেয়া হয়। তাই সমাজবিজ্ঞানকে একটি বিশ্লেষণধর্মী বিজ্ঞান বলা হয়।

গ উদ্দীপকের সালাম সাহেবের ছেলের আচরণ সমাজবিজ্ঞানের 'অপরাধ সমাজবিজ্ঞান' শাখায় আলোচনা করা হয়।

অপরাধ, অপরাধ প্রবণতা, দারিদ্র্য, কিশোর অপরাধ, ভদ্রবেশী অপরাধ, অপরাধ সংঘটনে পরিবেশের প্রভাব, অপরাধের কারণ, অপরাধের তত্ত্ব, অপরাধের স্বরূপ, পতিতাবৃত্তি, সামাজিক স্থিতিশীলতা ভেঙে পড়া প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনার জন্য অপরাধ সমাজবিজ্ঞান নামে সমাজবিজ্ঞানে আলাদা একটি ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত সালাম সাহেব পরিবার-পরিজন নিয়ে শহরে বাস করেন। তাঁর একমাত্র কলেজপড়ুয়া ছেলে পাড়ার বন্ধুদের সাথে মিলে ধুমপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। মাঝেমধ্যে বাবার অজান্তে তাঁর পকেট থেকে টাকা-পয়সা নিয়ে থাকে এবং দেরি করে বাড়ি ফেরে। সালাম সাহেবের ছেলে যেহেতু কলেজে পড়ে, সেহেতু বয়স বিচারে আমরা তাকে কিশোর বলতে পারি। আর তার সংঘটিত কাজগুলোও কিশোর অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। তাই আমরা বলতে পারি, সালাম সাহেবের ছেলে কিশোর অপরাধী। আর কিশোর অপরাধের কারণ, প্রকৃতি ও ফলাফল নিয়ে অপরাধ সমাজবিজ্ঞান বিস্তারিত আলোচনা করে।

ঘ উদ্দীপকের সালাম সাহেবের ছেলের ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে কিশোর অপরাধকে নির্দেশ করা হয়েছে। আর এ ধরনের সমস্যা সমাধানে সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আমি মনে করি।

আমরা জানি, সমাজবিজ্ঞান সমাজের বিভিন্ন সমস্যার কারণ এবং তা সমাধানের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করে থাকে। উদ্দীপকের সালাম সাহেবের ছেলে কিশোর অপরাধের সাথে যুক্ত। এক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞান তার অপরাধের সাথে যুক্ত হওয়ার প্রকৃত কারণ উদ্‌ঘাটন করতে পারবে। এছাড়া তার অপরাধী হওয়ার পেছনে পরিবার ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাব কতটুকু সে সম্পর্কেও সঠিক তথ্য খুঁজে বের করতে পারবে। অপরাধের যথার্থ কারণ খুঁজে বের করার পর সমাজবিজ্ঞান তা সমাধানে উপযুক্ত উপায় সম্পর্কে জ্ঞানদান করে। কীভাবে সালাম সাহেবের ছেলেকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে, সে সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞান কার্যকরী উপায় সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবে। সমাজবিজ্ঞানের এ উপায়ের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে সালাম সাহেবের ছেলেকে কিশোর অপরাধ থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। এক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞান পরিবারের ভূমিকার ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করবে। অনেক সময় দেখা যায়, সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পর সঠিক পরিচর্যা ও তত্ত্বাবধানের অভাবে কিশোর অপরাধীরা পুনরায় অপরাধকর্মে জড়িয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে সালাম সাহেবের ছেলে যাতে পুনরায় অপরাধকর্মে জড়িয়ে না পড়ে সে সম্পর্কেও সমাজবিজ্ঞান করণীয় আলোচনা করে থাকে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান সালাম সাহেবের ছেলের আচরণের পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে সমাজে পুনর্বাসিত করতে পারবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ৪ রাফি মানব প্রকৃতি, মানুষের উৎপত্তি, মানব আচরণের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে তথ্যবহুল ও গবেষণাধর্মী একটি জার্নাল পাঠ করে। এ জার্নালটি পাঠ করার পর সে মনে করে, বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফলে মানুষের উৎপত্তি হয়ে সমাজে বসবাস শুরু করেছে।

◀ শিখনফল: ৬

ক. বর্তমানে সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যকার সম্পর্কের বন্ধনকে দৃঢ় করতে কোন বিষয়ের উদ্ভব ঘটেছে? ১

খ. সমাজবিজ্ঞানকে কেন সমাজের পূর্ণাঙ্গ পাঠ বলা হয়? ২

গ. রাফির পঠিত জার্নালটি যে বিষয়ের আলোচনা সম্পর্কিত জ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের সাথে তার বৈসাদৃশ্য দেখাও। ৩

ঘ. সমাজবিজ্ঞান ও রাফির পঠিত উক্ত বিষয়টি পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত— বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক বর্তমানে সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যকার সম্পর্কের বন্ধনকে দৃঢ় করতে সামাজিক মনোবিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটেছে।

খ সমাজবিজ্ঞানকে সমাজের পূর্ণাঙ্গ পাঠ বলা হয় কারণ সামাজিক মানুষের আচার-আচরণ, আদর্শ-মূল্যবোধ, কার্যাবলি, রীতিনীতি কীভাবে পারস্পারিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে এবং কীভাবে এর গতিশীলতা বজায় থাকে তা নিয়ে অধ্যয়ন করতে গিয়ে গোটা সমাজের মধ্যে এর অনুসন্ধান করতে হয়। এছাড়াও সমাজবিজ্ঞান সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষের পারস্পারিক নির্ভরশীলতা, পারস্পরিক সম্পর্ক, সাধারণ জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি, মানুষের মধ্যকার দ্বন্দ্ব, সহযোগিতা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত রাফির পঠিত গবেষণাধর্মী জার্নালটি নৃবিজ্ঞান বিষয়ের আলোচনা সম্পর্কিত জ্ঞান। কারণ নৃবিজ্ঞানই পঠিত বিষয় সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করে থাকে। সমাজবিজ্ঞানের সাথে নৃবিজ্ঞানের মৌলিক কিছু বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান।

সমাজবিজ্ঞানে ঐতিহাসিক পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়। অন্যদিকে, নৃবিজ্ঞানে সাধারণত প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে গবেষণা কাজ পরিচালিত হয়। সমাজবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় প্রত্যয় হলো সমাজকাঠামো। অপরপক্ষে, নৃবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় বিষয়

হলো মানুষ। সমাজবিজ্ঞানের গবেষণা হয় ব্যাপক ভিত্তিতে যার মাধ্যমে বৃহৎ সমাজব্যবস্থার বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা সম্ভব হয়। অপরদিকে নৃবিজ্ঞানের গবেষণা ক্ষুদ্র পরিসরে, স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে সমাজ গবেষণায় নৃবিজ্ঞানী সমাজের চলমান বাস্তবাকে ধরে রাখার জন্য ক্যাসেট, রেকর্ডার ও ক্যামেরা ব্যবহার করে কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীগণ তেমনটা ব্যবহার করে না। সুতরাং বলা যায় যে, সমাজবিজ্ঞানের সাথে নৃবিজ্ঞানের বৈসাদৃশ্য বহুবিধ।

ঘ সমাজবিজ্ঞান ও রাফির পঠিত বিষয় তথা নৃবিজ্ঞান পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

নৃবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। বুৎপত্তিগতভাবে নৃবিজ্ঞানের অর্থ হলো মানুষ সম্পর্কিত পাঠ। মানুষের উৎপত্তি ও তার দৈহিক, সামাজিক তথা মানব আচরণের ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত গবেষণা নৃবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। নৃবিজ্ঞান তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা: দৈহিক নৃবিজ্ঞান, সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান এবং সামাজিক নৃবিজ্ঞান। এর মধ্যে সামাজিক নৃবিজ্ঞানের আওতাভুক্ত বিষয়সমূহ হলো আদিম সমাজব্যবস্থা, পারিবারিক গঠনবিন্যাস, পারিবারিক প্রথা, সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

সমাজবিজ্ঞান মানবসমাজের অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন ও তুলনামূলক আলোচনা করে থাকে। এ উদ্দেশ্যে সমাজবিজ্ঞান নৃবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় থেকে নানা তথ্যাদি সংগ্রহ করে। যেমন—মানুষের সভ্যতা, সংস্কৃতি আদিম অবস্থা থেকে যেভাবে আধুনিক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে তার একটি ধারাবাহিকতা আছে। এ প্রেক্ষাপটে সভ্যতা সংস্কৃতির উত্তরণ বা সামাজিক বিবর্তনের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজবিজ্ঞান নৃবিজ্ঞানের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। অন্যদিকে নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল। সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নৃবিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে থাকে। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে, সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

প্রশ্ন ▶৫ কোরীয় উপদ্বীপের উত্তর অংশ নিয়ে উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ অংশ নিয়ে দক্ষিণ কোরিয়া রাষ্ট্র গঠিত। কিন্তু এ দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। উত্তর কোরিয়ার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (উৎপাদন, সম্পদ, বণ্টন, ভোগ) পরিচালিত হয় সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। পাশাপাশি সমাজ ও সমাজকাঠামোর মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠায় জোর দেওয়া হয়। অপরদিকে দক্ষিণ কোরিয়ার সমাজ ও সমাজকাঠামোতে প্রতিযোগিতা, যোগ্যতা, ইত্যাদি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, ফলে স্বাভাবিকভাবে সেখানে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। *◀ শিখনফল: ৮*

ক. উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ, সঞ্চয় কোন শাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়? ১

খ. সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ গোষ্ঠী সম্পর্কে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে সমাজবিজ্ঞানের সাথে কোন বিষয়ের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিষয়ের সাথে সমাজবিজ্ঞানের পার্থক্য বিশ্লেষণ করো।

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ, সঞ্চয় ইত্যাদি অর্থনীতি শাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

খ সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ গোষ্ঠী সমাজ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সামাজিক পরিবেশ এবং সামাজিক শক্তিসমূহের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে। এই গোষ্ঠীর দৃষ্টিতে ব্যক্তির আচরণ তার সামাজিক প্রভাবের ফল। সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ গোষ্ঠীটি অবশ্য অন্যান্য মতবাদ গোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তা পুরোপুরি অস্বীকার করে না।

গ উদ্দীপকে সমাজবিজ্ঞানের সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক দেখানো হয়েছে।

সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতি উভয়ই সামাজিক বিজ্ঞানের অংশ। ভূমি, রাজস্ব, ভূমি নীতি, কর নীতি প্রভৃতি বিষয়সমূহের সামাজিক তাৎপর্য অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান উভয়েরই আলোচ্য বিষয়। এছাড়াও আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে মানুষের আচার-আচরণ বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানমূলক ও গাণিতিক পদ্ধতি ব্যাপকভাবে অনুসরণ করা হয়, তেমনি অর্থনীতিতেও পরিসংখ্যান ও গাণিতিক পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়। খাদ্য সমস্যা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, বাণিজ্য সমস্যা প্রভৃতি সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। উভয় বিজ্ঞানই এ সব সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি আবিষ্কার করতে চায়। এছাড়া অর্থনৈতিক কোনো পরিবর্তন যেমন সামাজিক পরিবর্তনের কারণ হতে পারে ঠিক তেমনি সামাজিক পরিবর্তনও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও সামাজিক পরিবর্তন উভয়ই পরস্পরের নির্ভরশীল কারণ অথবা অনির্ভরশীল কারণ হতে পারে।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাই বলা যায় যে, অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান উভয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য বিদ্যমান, যদিও উভয়ই স্বতন্ত্র ও আলাদাভাবে সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয় হিসেবে স্বীকৃত।

ঘ উদ্দীপকে সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যতম দুটি শাখা সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। উভয় শাস্ত্র পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে ভূমিকা পালন করলেও মৌলিক কিছু ক্ষেত্রে শাস্ত্র দুটির মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন—

সমাজবিজ্ঞানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সমাজ, সমাজকাঠামো এবং মানব সম্পর্ক। অন্যদিকে অর্থনীতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পদ, উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ, সঞ্চয়, লগ্নী ও মুনাফা অর্জন। সমাজবিজ্ঞানের তুলনায় অর্থনীতির ক্ষেত্র ক্ষুদ্রতর। কেননা, সমাজবিজ্ঞান মানুষের গোটা সমাজজীবন নিয়ে আলোচনা করে, আর অর্থনীতি কেবলমাত্র মানুষের অর্থনৈতিক দিক নিয়ে আলোচনা করে। সামাজিক আচরণ সমাজবিজ্ঞানের গবেষণার অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে অর্থনৈতিক আচরণ অর্থনীতির অধ্যয়নের আওতাভুক্ত। সমাজবিজ্ঞানের উপজীব্য বিষয় হলো সমাজবদ্ধ মানুষের সমষ্টিগত আচার-আচরণ। অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা হলো সমাজকেন্দ্রিক। এ আলোচনা ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়।

পক্ষান্তরে অর্থনীতির আলোচনায় গুরুত্বারোপ করা হয় মানুষের ব্যক্তিগত আচার-আচরণ ও কার্যকলাপের ওপর। সমাজবিজ্ঞান একটি নতুন সামাজিক বিজ্ঞান। সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তির ইতিহাস বেশি দিনের নয়। পক্ষান্তরে, অর্থনীতির উৎপত্তি হয়েছে অনেক আগে। ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করলে অর্থনীতির অনেক পরে সৃষ্টি হয়েছে সমাজবিজ্ঞানের।

পরিশেষে বলা যায় যে, সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতির মধ্যে বেশকিছু পার্থক্য রয়েছে।

প্রশ্ন ▶৬ রহিম ও করিম দুই বন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি ভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়নরত। রহিমের অধ্যয়নের বিষয়টি মূলত তাত্ত্বিক, বিশ্লেষণাত্মক এবং মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বিজ্ঞান এবং যার প্রধান লক্ষ্য হলো সামাজিক সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ করা। অন্যদিকে করিমের অধ্যয়নের বিষয়টি মূলত ব্যবহারিক, মূল্যবোধ আশ্রয়ী এবং যার প্রধান লক্ষ্য হলো সামাজিক সমস্যার সমাধানে নীতি নির্ধারণ ও পরিকল্পনা গ্রহণ। ◀ *শিখনফল-১০*

ক. নৃবিজ্ঞান কাকে বলে? ১

খ. পরিবারের সমাজবিজ্ঞান যা নিয়ে আলোচনা করে তা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের রহিম ও করিমের অধ্যয়নের বিষয় দুইটির মধ্যকার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতবহ বিষয় দুটির মধ্যকার সাদৃশ্যের তুলনায় বৈসাদৃশ্যই বেশি— বিশ্লেষণ করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কিত বিজ্ঞানকে নৃবিজ্ঞান বলে।

খ পরিবারের সমাজবিজ্ঞান পরিবারের উৎপত্তি, বিকাশ, প্রকরণ, পরিবর্তনশীল পরিবারের কার্যাবলি এবং সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে।

পরিবারের সমাজবিজ্ঞান সমাজ ও যুগভেদে পরিবারের কাঠামো ও প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করে। এটি পরিবর্তনশীল সমাজের প্রেক্ষাপটে পরিবারের ভূমিকা ও কার্যাবলি সম্পর্কে গবেষণা চালায়। এর পাশাপাশি এটা বিবাহ, বিবাহের ধরন, প্রকৃতি, বিবাহের রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান এবং মানবসমাজে বিবাহের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে। পরিবারের সমাজবিজ্ঞান জ্ঞাতি সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা করে।

গ উদ্দীপকে রহিম সমাজবিজ্ঞান এবং করিম সমাজকল্যাণ বিষয়ে অধ্যয়নরত।

রহিমের অধ্যয়নরত বিষয়টি তাত্ত্বিক, বিশ্লেষণাত্মক এবং মূল্যবোধ নিরপেক্ষ। বিষয়টির প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক সমস্যার কারণ, বিশ্লেষণ করা। যা সমাজবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর করিমের অধ্যয়নরত বিষয়টি হচ্ছে সমাজকল্যাণ। কারণ সমাজকল্যাণ বিষয়টি ব্যবহারিক ও মূল্যবোধ আশ্রয়ী। সমাজকল্যাণের অন্যতম লক্ষ্য হলো সামাজিক সমস্যার সমাধানে নীতি নির্ধারণ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণের মধ্যে বেশকিছু সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন—

সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্বীয় জ্ঞান, সমাজকাঠামো, মানবসম্পর্ক এবং সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা সমাজকল্যাণের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে বিশেষভাবে সহায়তা করে। কারণ মানব সম্পর্ক তথা সমাজ কাঠামোর ধারণা ব্যতিত সামাজিক সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে পাওয়া কঠিন। আবার সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্বীয় অবস্থান থেকে প্রায়োগিক অবস্থানে এগিয়ে আসার জন্য সমাজকল্যাণের জ্ঞান সমাজবিজ্ঞানকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। এছাড়া সমাজকল্যাণের লক্ষ্য হলো সমাজস্থ ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ, মানসম্মত জীবনযাপনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি, চিন্তার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি ও অন্যের স্বাধীনতা ব্যাহত না করে কর্মের স্বাধীনতা অর্জন করা। এ সমস্ত ধারণা সমাজবিজ্ঞানেরও অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিষয় দুটি হচ্ছে সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণ। বিষয় দুটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হলেও এদের মধ্যে বেশকিছু বৈসাদৃশ্যও রয়েছে।

সমাজবিজ্ঞানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সমাজ, সমাজকাঠামো এবং সামাজিক সম্পর্ক। আর সমাজকল্যাণের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তা সমাধান ও সমাজকল্যাণের লক্ষ্যে পন্থা নির্দেশ। সমাজবিজ্ঞান মূলত তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণাত্মক বিজ্ঞান। অন্যদিকে, সমাজকল্যাণ মূলত ব্যবহারিক বিজ্ঞান। ঐতিহ্যগতভাবে সমাজবিজ্ঞান মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বিজ্ঞান। তবে উন্নয়নকামী বিশ্বের সমাজ গবেষণায় ইদানিংকালের সমাজবিজ্ঞানীরা উন্নয়নের পন্থা পদ্ধতি সম্পর্কে সুপারিশ পেশ না করে পারেন না। আর তাই সব ক্ষেত্রে মূল্যবোধ নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব নয়। অপরদিকে, সমাজকল্যাণের মূল্যবোধ নিরপেক্ষ হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। কারণ সমাজের কল্যাণের লক্ষ্যে তাকে অবশ্যই দিক নির্দেশনা দিতে হবে এবং প্রয়োজনে পেশাদার সমাজকর্মীর ভূমিকায় কাজ করতে হবে। আমরা জানি, সমস্যা বিশ্লেষণ সমাজবিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য। আর সমস্যার সমাধানে নীতি নির্ধারণ ও পরিকল্পনায় অবদান রাখা সমাজকল্যাণের প্রধান লক্ষ্য। সমাজবিজ্ঞানের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত, কারণ সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র এর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে, সমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সমাজকল্যাণের কৌতুহল থাকলেও সমাজের মানুষের কল্যাণে এর গবেষণা পরিব্যাপ্ত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, সমাজবিজ্ঞান এবং সমাজকল্যাণ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হলেও এদের মধ্যে বেশকিছু বৈসাদৃশ্য রয়েছে।